॥ পঞ্চতন্ত্র ॥

পঞ্চতন্ত্রের বিবরণ : নীতিকথারূপ গল্পসাহিত্যের সর্বপ্রাচীন মহত্ত্বমণ্ডিত গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র। ইহা এক মহান্ শিল্পীর সৃষ্টি। ইহার রচয়িতা ছাত্রসমাজে লব্ধকীর্তি বিষ্ণুশর্মা। দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির পুত্রগণের নীতিশিক্ষা ও বাস্তববুদ্ধি উন্মেষের প্রয়োজনে ইহা রচিত। ইহাতে মূল গল্পের কাঠামোর মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট গল্পের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ছোট গল্পগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিচিত্রতাপূর্ণ। প্রত্যেক গল্পের নীতিটি সহজ সুন্দর হৃদয়গ্রাহী শ্লোকে অভিব্যক্ত। গল্পের এক একটা চরিত্র তাহাদের নিজ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে শ্লোক উল্লেখে আর একটি গল্পের অবতারণা করিয়াছে। এই ভাবে ক্রমিক ধারায় গল্পের জাল বোনা হইয়াছে। নীতিশিক্ষার এমন সহজ, সুন্দর ও সার্থক শিল্পের সমাবেশ অতুলনীয় সন্দেহ নাই। কথোপকথন চমৎকার, সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ। ভাষা সরল, বর্ণনা ও সংলাপ—কিছুই সমাসের বাহুল্যে পীড়িত নহে। ভাষার স্বচ্ছ ও সাবলীল ভঙ্গি লক্ষণীয়। পরিমিতিবোধ উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুশর্মার ঐতিহাসিক পরিচয় আমরা জানি না। কিন্তু 'পঞ্চতন্ত্রের' সেই লেখক এক অসাধারণ গল্পশিল্পী ছিলেন সন্দেহ নাই। লেখক শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বাগ্‌ভঙ্গিতে চটুল পরিহাস ও কৌতুকের অভাব নাই। বস্তুনিরপেক্ষ ভাবরাজিকে তিনি চঞ্চু, পুচ্ছ ও পক্ষপুটে সাজাইয়াছেন। তাহাদের দিয়া কথা বলাইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে মানবচরিত্রের দোষ গুণ সব কেমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। লেখকের সঞ্জীবনী যাদুস্পর্শে অবাস্তবে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অলীক হইয়া উঠিয়াছে মূর্ত, প্রত্যক্ষ ও যেন নাটকীয় চমৎকারিতায় সমৃদ্ধ ও জীবন্ত।

এখনও সমাজে ধূর্ত মার্জারের মত লোক না আছে তা নয়—যাহারা ধর্মের ভান করিয়া প্রবঞ্চনা করে। সেই তপস্বী বিড়ালের বর্ণনায় কি সুন্দর ভঙ্গি—

'অত্রান্তরে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো নামারণ্যমার্জারস্তয়োর্বিবাদং শ্রুত্বা মাংসান্নং নদীতটমাসাদ্য কৃতকুশোপগ্রহো নিমীলিতনয়ন ঊর্ধ্ববাহুরর্ধপাদস্পৃষ্টভূমিঃ শ্রীসূর্যাভিমুখ ইমাং ধর্মোপদেশনাম্ অকরোৎ—অহো অসারোঽয়ং সংসারঃ।' (পঞ্চতন্ত্র ৩২.)

পাঁচটিপ্রসঙ্গে লইয়া ইহা রচিত : (১) মিত্রভেদ, (২) মিত্রপ্রাপ্তি, (৩) কাকোলূকীয় বা সন্ধিবিগ্রহ, (৪) লব্ধপ্রণাশ ও (৫) অপরীক্ষিতকারক। উক্ত হয়—

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং শাস্ত্রম্॥

Scanned with CamScanner

'মিত্রলাভ' নামক প্রথম তন্ত্রে বাইশটি গল্পের সমাবেশ আছে। ইহার মূল গল্পের চরিত্র দমনক ও করটক দুই শৃগাল, পিঙ্গলক নামে সিংহ এবং সঞ্জীবক নামে বৃষভ। হঠাৎ বনমধ্যে সঞ্জীবক উপস্থিত হওয়ায় তাহার অদ্ভুত শব্দে ভীত হইয়া সিংহ বিষণ্ণ হয়। শৃগাল দুইটি তাহাদের পদমর্যাদা ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যোগী হয়। দুষ্টবুদ্ধি দমনক এই সুযোগে সিংহের সঙ্গে সঞ্জীবকের মিত্রতা করাইয়া দেয়। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। সিংহের প্রশ্রয়ে সঞ্জীবকই সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। দমনক তখন বেশ ফন্দী করিয়া নানা ছলে উভয়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া তোলে। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং পিঙ্গলকের আক্রমণে সঞ্জীবক নিহত হইল। দমনক পশুরাজের মন্ত্রিপদ লাভ করিল। এই গল্পে সাম, ভেদ প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক রাজনীতির অনেক কথাই আছে। মূল গল্পের কাঠামোর মধ্যে আরও অনেক উপাদেয় গল্প আছে। অব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় কিলোৎপাটী বানরের দুর্দশা, কাকের বাচ্চা খাইয়া ফেলায় সোনার হারের সূত্রে কেউটে সাপের প্রাণ-নাশ, কাঁকড়ার কামড়ে অতিলোভী বকের প্রাণহানি, শশকের বুদ্ধিবলে মদোন্মত্ত সিংহের কূপজলে নিপতিত হইয়া মৃত্যু। তুলাদণ্ড ফিরিয়া পাইতে জীর্ণধনের শঠে শাঠ্য নীতির সার্থকতা—এমন সব সুন্দর সুন্দর গল্প কতই না মনোজ্ঞ!

দ্বিতীয় তন্ত্রটির নাম 'মিত্রপ্রাপ্তি'। ইহাতে গল্প মোট ছয়টি। তৃতীয় তন্ত্রটি কাকোলূকীয়' বা সন্ধিবিগ্রহ অবলম্বনে রচিত। কাক ও পেচকের মধ্যে বৈরিতা বশতঃ আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকল্পে মন্ত্রীদের সঙ্গে বিহগরাজ কাকের পরামর্শে বিজ্ঞ মন্ত্রীরা কতই না উপদেশ দিল। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব—এক একজন মন্ত্রী এক একটা অভিমত দিল। অবস্থা অনুসারেই সিদ্ধান্ত কর্তব্য—শেষে বিজ্ঞানসম্মত সেই পথ গৃহীত হয়। ইহাতে চারিটি গল্প দৃষ্ট হয়। 'লব্ধপ্রণাশ-তন্ত্রে' ষোলটি এবং শেষের 'অপরীক্ষিতকারক' তন্ত্রটিতে পনেরটি ছোট ছোট গল্প নিবদ্ধ। বিষয়বুদ্ধি, রাজনীতি ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে সদুপদেশ দানের শুভবুদ্ধিতেই পঞ্চতন্ত্রের পরিকল্পনা। উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে ভেদ-নীতি, শঠতা প্রভৃতি স্থান পাইলেও অধর্মের চরম ফল যে মহতী বিনষ্টি, উহা জানাইতে লেখক ভুলেন নাই। পাপবুদ্ধি-ধর্মবুদ্ধি কথার গল্পটি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লেখকের এই প্রত্যয় নিম্নের শ্লোকটিতে কেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

নরাধিপা নীচমতানুবর্তিনো বুধোপদিষ্টেন পথা ন যান্তি যে।
বিশন্তি তে দুর্গম-মার্গনির্গমং সমস্তসম্বোধমনর্থপঞ্জরম্॥

'মিত্রলাভ' নামক প্রথম তন্ত্রে বাইশটি গল্পের সমাবেশ আছে। ইহার মূল গল্পের চরিত্র দমনক ও করটক দুই শৃগাল, পিঙ্গলক নামে সিংহ এবং সঞ্জীবক নামে বৃষভ। হঠাৎ বনমধ্যে সঞ্জীবক উপস্থিত হওয়ায় তাহার অদ্ভুত শব্দে ভীত হইয়া সিংহ বিষণ্ণ হয়। শৃগাল দুইটি তাহাদের পদমর্যদা ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যোগী হয়। দুষ্টবুদ্ধি দমনক এই সুযোগে সিংহের সঙ্গে সঞ্জীবেকের মিত্রতা করাইয়া দেয়। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। সিংহের প্রশ্রয়ে সঞ্জীবকই সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। দমনক তখন বেশ ফন্দী করিয়া নানা ছলে উভয়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া তোলে। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং পিঙ্গলকের আক্রমণে সঞ্জীবক নিহত হইল। দমনক পশুরাজের মন্ত্রিপদ লাভ করিল। এই গল্পে সাম, ভেদ প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক রাজনীতির অনেক কথাই আছে। মূল গল্পের কাঠামোর মধ্যে আরও অনেক উপাদেয় গল্প আছে। অব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় কিলোৎপাটী বানরের দুর্দশা, কাকের বাচ্চা খাইয়া ফেলায় সোনার হারের সূত্রে কেউটে সাপের প্রাণ-নাশ, কাঁকড়ার কামড়ে অতিলোভী বকের প্রাণহানি, শশকের বুদ্ধিবলে মদোন্মত্ত সিংহের কূপজলে নিপতিত হইয়া মৃত্যু, তুলাদণ্ড ফিরিয়া পাইতে জীর্ণধনের শঠে শাঠ্য নীতির সার্থকতা—এমন সব সুন্দর সুন্দর গল্প কতই না মনোজ্ঞ!

দ্বিতীয় তন্ত্রটির নাম 'মিত্রপ্রাপ্তি'। ইহাতে গল্প মোট ছয়টি। তৃতীয় তন্ত্রটি 'কাকোলুকীয়' বা সন্ধিবিগ্রহ অবলম্বনে রচিত। কাক ও পেচকের মধ্যে বৈরিতা বশতঃ আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকল্পে মন্ত্রীদের সঙ্গে বিহগরাজ কাকের পরামর্শে বিজ্ঞ মন্ত্রীরা কতই না উপদেশ দিল। সন্ধি বিগ্রহ, স্থান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব—এক একজন মন্ত্রী এক একটা অভিমত দিল। অবস্থা অনুসারেই সিদ্ধান্ত কর্তব্য—শেষে বিজ্ঞানসম্মত সেই পথ গৃহীত হয়। ইহাতে চারিটি গল্প দৃষ্ট হয়। 'লব্ধপ্রণাশতন্ত্রে' ষোলটি এবং শেষের 'অপরীক্ষিতকারক' তন্ত্রটিতে পনেরটী ছোট ছোট গল্প নিবদ্ধ। বিষয়বুদ্ধি, রাজনীতি ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে সদুপদেশ দানের শুভবুদ্ধিতেই পঞ্চতন্ত্রের পরিকল্পনা। উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে ভেদনীতি, শঠতা প্রভৃতি স্থান পাইলেও অধর্মের চরম ফল যে মহতী বিনষ্টি, উহা জানাইতে লেখক ভুলেন নাই। পাপবুদ্ধি-ধর্মবুদ্ধি কথার গল্পটি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লেখকের এই প্রত্যয় নিম্নের শ্লোকটিতে কেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে—

নরাধিপা নীচতামনুবর্তিনো বুধোপদিষ্টেন পথা ন যান্তি যে।
বিশন্তি তে দুর্গম-মার্গনির্গমং সমস্তসম্বাধমনর্থপঞ্জরম্॥

নানা সংস্করণ : গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে 'পঞ্চতন্ত্রের' নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ভারতের বাহিরেই প্রায় পঞ্চাশটি ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। এপর্যন্ত ২৫০ সংস্করণপ্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের মূল আদিরূপটি আমাদের অজ্ঞাত। তন্ত্রাখ্যায়িকা নামে 'পঞ্চতন্ত্রের' এক কাশ্মীরীয় প্রাচীন সংস্করণ ছিল। পহ্লবী সংস্করণটি অধুনা লুপ্ত। কিন্তু উহা হইতে সিরিয়া ও আরবী ভাষায় কল্পিত রূপে মূলের কথা জানিতে পারা যায়। পরবর্তী কালে জিনপতি সূরির শিষ্য শ্বেতাম্বর জৈন পূর্ণভদ্র পঞ্চাখ্যানক নামক এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারতীয় আর একটি সংস্করণ প্রকাশ পায়। উত্তর-পশ্চিম ভারতেও একটি প্রচলিত ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সেই সংস্করণটি মনে হয় গুণাঢ্যের বৃহৎকথায় প্রক্ষিপ্তরূপে স্থান পায়। কারণ ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে' উহা দৃষ্ট হয়। নেপালীয় রূপের কথাও জানা যায়।

'পঞ্চতন্ত্রের' প্রথম পহ্লবী ভাষায় অনুবাদ করান বাদশাহ খসরু অনুশের ওয়ান খাঁ (৫৩১—৫৩৯খ্রীঃ)। ইহার সিরিয়াক (Syriac) রূপটির নাম হয় 'কলিলহ্‌ উ দমনহ্‌,' আরবীয় রূপটির নাম 'কলীলহ্‌ দিমনহ্‌' (৭৫০ খ্রীঃ)। মনে হয় এই রূপান্তরের সময় 'পঞ্চতন্ত্রের' নাম ছিল 'করটক-দমনক,' ঐ গল্পটি প্রথমতন্ত্রেই অন্তর্ভুক্ত। সুলতান মামুদ সবুক্তগীনের জন্য কবি রুদাচি ফার্সী পদ্যে উহা অনুবাদ করেন। আকবরের সভাসদ্‌ আবুল ফজল 'আয়ার দানেশ' নামে উহার অনুবাদ ও ভাষ্য প্রকাশ করেন। একাদশ শতকে গ্রীক, ত্রয়োদশ শতকে লাতিন, পরে জার্মান এবং ষোড়শ শতকে ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ হয়। 'পঞ্চতন্ত্রে' অর্থশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। ইহাতে দীনার মুদ্রার উল্লেখ আছে। অনেকে ইহা দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ের লেখা মনে করেন।

পঞ্চতন্ত্রের কথারম্ভে দাক্ষিণাত্যের উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ মনে করেন লেখক দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন। 'তন্ত্রাখ্যায়িকার' জৈন সংস্করণে দাক্ষিণাত্যের ঋষ্যমূক পর্বতের উল্লেখ আছে। কিন্তু পঞ্চম তন্ত্রে গৌড় দেশের নামও আছে। হার্টেল মনে করেন লেখক কাশ্মীরের লোক। নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। তবে পুষ্কর, প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রের উল্লেখ ইহাতে আছে।

অধ্যাপক বেনফে (Benfey), উইল্‌কিন্স্‌, এজর্টন (Edgerton), ব্র্যহলার, হার্টেল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ভারত হইতেই যে পশুপক্ষীর গল্পের ধারা গ্রীস প্রভৃতি দেশে প্রসৃত হয়—ইহাই অধিকাংশের মত, যদিও ইহার বিপরীত মতও আছে।

destined to inspire the genius of unborn giants of Eupropean literature—Beccaccio, Goethe, La Fontaine, Chaucer and Shakespeare....We must hail him as the Father of Fiction and his work as one of the masterpieces of the world."

॥ হিতোপদেশ ॥

হিতোপদেশের বিবরণ ঃ 'পঞ্চতন্ত্রের' রচনারীতির আদর্শে একই কাঠামোর মধ্যে ধারাবাহিক গল্পের সমাবেশে রচিত **হিতোপদেশ** আর একটি উপভোগ্য গল্পগ্রন্থ। ৪৩টি কথার মধ্যে 'পঞ্চতন্ত্র' হইতে ৩৫টি গল্প লওয়া হইয়াছে। অন্য স্থল হইতে ১৮টি গল্প গৃহীত হইয়াছে।

প্রস্তাবনায় এই ঋণ স্বীকার করা হইয়াছে।

'পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে' (হিতোপদেশ)।

Scanned with CamScanner

রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি **নারায়ণ শর্মা** 'হিতোপদেশ' রচনা করেন। পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শনের পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইহা রচিত হয়। পুস্তকটির এই মুখবন্ধ পঞ্চতন্ত্র-কথামুখের অমরশক্তির পুত্রদের শিক্ষার কথা মনে করাইয়া দেয়। ইহা চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত :—(১) মিত্রলাভ (২) সুহৃদ্ভেদ, (৩) বিগ্রহ ও (৪) সন্ধি। ইহার প্রথম দুই অধ্যায়ের প্রায় বেশীর ভাগই 'পঞ্চতন্ত্র' হইতে গৃহীত হইয়াছে। 'হিতোপদেশের' তৃতীয় অধ্যায়ে 'পঞ্চতন্ত্রের' তৃতীয় তন্ত্রের সঙ্গে সাধারণভাবে মিল থাকিলেও ঘটনার বিন্যাস, গল্পের বিষয়বস্তু ও আরও অন্যান্য বিষয়ে বৈচিত্র্য দেখা যায়। চতুর্থতন্ত্র হইতেও গল্প লওয়া হইয়াছে। সংকলিত কথাগুলিতে 'পঞ্চতন্ত্রের' ক্রম অনুসরণ করা হয় নাই। নারায়ণ তাঁহার নিজের মত করিয়া ঐগুলিকে পরিবেশন করিয়াছেন।

'পঞ্চতন্ত্র' হইতে বেশীর ভাগ মূল গল্প লইলেও নারায়ণ 'হিতোপদেশে' গল্প-গুলির তথ্যপরম্পরাতে নিজস্ব কিছু বৈচিত্র্য যোজনা করিয়াছেন। তিনি কোথাও কোথাও বেশ দক্ষতা সহকারে গল্পের আকর্ষণীয়তা ও গতিবেগ বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। মুনিমুষিক-কথাটি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। **কামন্দকীয় নীতি-শাস্ত্রের** প্রভাব 'হিতোপদেশের' উপর খুবই বেশী। উহা হইতে শ্লোকও অনেক উদ্ধৃত হইয়াছে। নারায়ণের গ্রথিত গল্পগুলির কয়েকটির সহিত Arabian Nights-এর গল্পের বেশ মিল আছে। মহাভারতের, জাতকের ও 'কথাসরিৎ-সাগরের' গল্পের প্রভাবও কোথাও কোথাও স্পষ্ট পড়িয়াছে মনে হয়। বীরবরের আত্ম-ত্যাগের কাহিনী অতি সহজ ভঙ্গীতে প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।

ভাষার খুবই সহজ ও সরলতর আবেদন লক্ষণীয়। 'হিতোপদেশের' রচয়িতা কথাচ্ছলে বালকদিগের নীতি উপদেশ দিয়াছেন। আদর্শ বা দৃষ্টান্ত ব্যতীত যে উপদেশ কার্যকর হয় না, সে বিশ্বাস অবশ্যই তাঁহার ছিল। বিশেষতঃ অপরিণত বয়সের বালকবৃন্দের মনের উপর যে দাগ পড়ে, সেই সংস্কার কাঁচা মাটির পাত্রের দাগের মতই দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই 'হিতোপদেশের' প্রস্তাবনা শ্লোকে বলা হয় :—

যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে ॥ (হিতোপদেশ)

অনেকে 'হিতোপদেশকে' 'পঞ্চতন্ত্রের' বাংলাদেশে প্রচলিত সংস্করণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ 'পঞ্চতন্ত্রের' গল্পের আকার, ক্রম ও ঘটনার পরিপাটি এখানে অনেক স্থলে পরিবর্তিত দেখা যায় এবং 'পঞ্চতন্ত্রের' ঋণও লেখক স্বীকার করিয়াছেন। বাংলাদেশে ইহার জনপ্রিয়তা সমধিক।

Scanned with CamScanner

'হিতোপদেশের গল্পগুলি বালক বালিকার কল্পনারাজ্যে এক মায়ার আবেশ সৃষ্টি করে। গোদাবরীতীরের বিশাল শাল্মলীতরু, মন্দরপর্বতের দুর্দান্ত নামক সিংহ কল্যাণকটকের ভৈরব ব্যাঘ, সমুদ্রতীরে টিট্টিভদম্পতি, চম্পকবতী অরণ্যানীর মৃগকাকশৃগাল—এমন কত ছোট ছোট গল্পের রহস্যঘন পরিবেশ শুনিবামাত্র শিশু-চিত্তে অপূর্ব পুলক জাগে। তাহারা আনন্দে আত্মহারা হয়।

উপসংহার : 'পঞ্চতন্ত্র' ও হিতোপদেশের' গল্পগুলির পটভূমিতে বাস্তব-জীবনের অভিজ্ঞতার যে সব উপদেশ বালকবালিকারা পায়, জীবনের চলার পথে নিত্য সেগুলি কাজে লাগে। সভ্যতার বহিরঙ্গে মানুষের সমাজ আপাতদৃষ্টিতে অনেক আগাইয়া গিয়াছে সত্য। কিন্তু তাহার আদিম প্রবৃত্তি এবং মূল স্বভাবের যে বিশেষ একটা পরিবর্তন হইয়াছে' তাহা নহে। 'হিতোপদেশের তিন ধূর্তের প্রতারণার ষড়যন্ত্রের মত এখন ও সমাজে প্রবঞ্চনা চলে, নীচ ব্যক্তি উচ্চ পদ পাইয়া 'স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি,—এ দৃষ্টান্ত ও বিরল নহে। ধর্মধ্বজা তপস্বী মার্জারের স্বভাবের লোকও দুর্লভ নহে। জীর্ণধনকথার 'শঠে শাঠ্যং নীতির প্রয়োজন আজও নিঃশেষিত হয় নাই। লোভী শৃগাল এখনও সমাজের আনাচে কানাচে লুকাইয়া থাকে। অতএব 'পঞ্চতন্ত্র ও 'হিতোপদেশের উপদেশ দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া চিরন্তন মার্যাদায় ভূষিত। ভারতের গল্প সাহিত্যের বৈভব ও বৈচিত্র জীবনের চলার পথে মূল্যবান্ পাথেয়। মানবিক আবেদনেও ইহা পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ্, সন্দেহ নাই।

অনুশীলনী

১। গল্পসাহিত্যের সূচনা ও বিকাশের ধারা আলোচনা কর।

২। 'পঞ্চতন্ত্র' সম্বন্ধে কি জান বল।

৩। 'হিতোপদেশ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

বর্তমান শিশুশিক্ষায় পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের নীতিকথার প্রয়োজনীয়তা যথাসম্ভব আলোচনা কর।

———

Scanned with CamScanner

বেতালবিষয়ক ২৫টি লোককথার সঙ্কলন **বেতাল-পঞ্চবিংশতি**[১৭] নামে প্রসিদ্ধ। বেতালের গল্পগুলি অতি প্রাচীন এবং এগুলি যে মূলরূপে লোকসাহিত্যের (folk literature) মৌখিক ধাঁধা বা মজাদার গল্পের আকারে মুখে মুখে সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে বেতালকাহিনীগুলির প্রাচীনতম রূপ পদ্যে সংরক্ষিত। জনৈক শিবদাস কর্তৃক রচিত গদ্যপদ্যমিশ্রিত বেতাল-পঞ্চবিংশতি সংস্করণটি সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অনেকের মতে প্রাচীনতম সঙ্কলন। জনৈক জম্ভল দত্তের রচিত একটি গদ্যাত্মক সংস্করণ এবং কোনও অজ্ঞাতনামা লেখকের একটি গদ্যরচনাও পাওয়া যায়। সমগ্র কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন করেছেন জনৈক বল্লভদাস। বেঙ্কটভট্ট রচিত বেতালবিংশতি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন রচনা। পূর্বোক্ত লেখকগণের সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আলোচ্য গ্রন্থগুলি পাঠ করে বোঝা যায় বেতালের গল্পগুলি স্থান-কাল-পাত্রের ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন লেখক আপন আপন

Scanned with CamScanner

দেশপ্রচলিত জনপ্রিয় রূপটি গ্রহণ করেছেন। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব কৃত প্রাচীনতম পদ্যরূপ ১১শ শতকের রচনা; অন্যান্য সংস্করণগুলি পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত হয়।

গল্প অনুসারে রাজা বিক্রমসেন বা ত্রিবিক্রমসেনের নিকট বেতালের মুখে ২৫টি উপাখ্যান বর্ণিত। এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন বিক্রমসেনের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে একটি ফলের ভিতর লুক্কায়িত রত্ন রাজার হাতে উপহার দিতেন। রত্ন-উপহারের কারণ জিজ্ঞাসা করে রাজা জানতে পারলেন যে ঐ সন্ন্যাসী তান্ত্রিক শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য তাঁর সাহায্য চান। প্রকৃতপক্ষে সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী রাজাকে বলিদানের জন্য নির্বাচন করে মিথ্যা ছলনার আশ্রয়ে তাঁকে প্রতারিত করে হত্যার সঙ্কল্প করেছেন। সন্ন্যাসীর কপট অনুরোধে বীর নরপতি তাঁর নির্দেশমত গভীর রাত্রিতে ঘনঘোর অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতে একাকী শ্মশানের নিকটবর্তী এক গাছ থেকে শবদেহ গ্রহণের জন্য যাত্রা করলেন। যথাস্থানে পৌঁছে শবটি কাঁধে নিয়ে তিনি শ্মশানে অপেক্ষারত সন্ন্যাসীর অভিমুখে রওনা হলেন। অমনি শবাধিষ্ঠিত বেতাল রাজাকে এক একটি কাহিনী শুনিয়ে তৎসম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। বুদ্ধিমান রাজাও প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। বেতাল রাজার পাণ্ডিত্য ও বীরত্বে প্রীত হয়ে তাঁর কাছে সন্ন্যাসীর কপট পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন এবং বেতালের পরামর্শে রাজা চাতুরীর সাহায্যে ধূর্ত সন্ন্যাসীকে হত্যা করে আত্মরক্ষা করলেন।

সমগ্র বেতালকাহিনী বৃহৎকথামঞ্জরীতে ১২২০ শ্লোকে এবং কথাসরিৎসাগরে ২১৯৫ শ্লোকে বর্ণিত। সুতরাং সোমদেবকৃত গল্পগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার। পরবর্তী রচনাগুলির মধ্যে শিবদাসকৃত বেতাল-পঞ্চবিংশতির (১২শ শতকের পরবর্তী) রচনারীতি ও বর্ণনাভঙ্গী সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। বেতালের প্রশ্নগুলি মূলতঃ জনপ্রিয় ধাঁধা; কিন্তু কাহিনীগুলি অতীব কৌতূহলোদ্দীপক ও হৃদয়গ্রাহী। প্রত্যেকটি গল্পের অভিনবত্ব, অবাধ কল্পনার বিস্তার, হাস্যরসের উপাদান, বুদ্ধির চাতুর্য, বিচিত্র পরিবেশ ও বহুমুখী উপাদান প্রভৃতি মিলে এই গ্রন্থ প্রাচীন ভারতীয় লোকসাহিত্যের অর্বাচীন সংস্করণ রূপে অত্যন্ত মূল্যবান।

সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকা[১৮] (নামান্তরে বিক্রমচরিত) বিক্রমাদিত্য রাজাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত ৩২টি গল্পের সঙ্কলন। মহাকবি কালিদাস, রামচন্দ্র, সিদ্ধসেন দিবাকর, ক্ষেমঙ্কর প্রভৃতি রচয়িতার নামে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাওয়া গেছে। প্রাচীনতম মূল রচনাটি সম্ভবতঃ লুপ্ত। কিন্তু মূলের অনুসারী বিভিন্ন সংস্করণে গল্পগুলি অল্পবিস্তর ছোটবড় আকারে পাওয়া যায়—

(ক) জৈন লেখক ক্ষেমঙ্কর রচিত (মহারাষ্ট্রী সংস্করণ),

(খ) বররুচিকৃত বঙ্গীয় সংস্করণ (মহারাষ্ট্রী সংস্করণ অনুসরণে রচিত),

(গ) অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের রচিত (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)।

দক্ষিণ ভারতে রচিত বিক্রমচরিত নামক গ্রন্থের দুটি পৃথক (গদ্যরূপ ও পদ্যরূপ) সংস্করণও পাওয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ সংস্করণদ্বয়ের মধ্যে কোন্ রূপটি প্রাচীনতর

Scanned with CamScanner

তা নির্ণয় করা কঠিন। এই গ্রন্থগুলি আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের রচনা। গ্রন্থকার ও গ্রন্থসম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

উপাখ্যান অনুসারে ভোজরাজ মহামান্য বিক্রমাদিত্যের প্রসিদ্ধ রাজসিংহাসন ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করেন। কিংবদন্তীপ্রসিদ্ধ এই সিংহাসনটি দেবরাজ ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যকে উপহার দিয়েছিলেন। সিংহাসনে ৩২টি নারীমূর্তিরূপী পুতুল সংলগ্ন ছিল। রাজা ভোজ যখন ঐ সিংহাসনে বসতে গেলেন, তখন ঐ পুতুলগুলি প্রত্যেকে ভোজকে এক একটি গল্প শোনাল। প্রত্যেকটি গল্পেই বিক্রমাদিত্যের গুণাবলী বর্ণিত। অন্যান্য গল্পসংগ্রহের তুলনায় আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত উপাখ্যানগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ খুবই সামান্য; বৈচিত্র্যের অভাবে গল্পের মনোহারিতা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং উপদেশাত্মক শ্লোকের বৈচিত্র্যের অভাবে গ্রন্থটি তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

Scanned with CamScanner

সংস্কৃতে আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রচলিত ছিল; এরূপ একটির নাম দিনালাপনিকা-শুকসপ্ততি।

সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকার অনুকরণে অর্বাচীন কালে আরও কতিপয় গল্পকথা রচিত হয়েছিল। তন্মধ্যে অনন্তরচিত **বীরচরিত**, শিবদাসকৃত **শালিবাহনচরিত** এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের **বিক্রমসেনচরিত** ও **শালিবাহনচরিত** প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি প্রসিদ্ধ পদাবলীর 'মৈথিল-কোকিল' বিদ্যাপতি রচিত **পুরুষ-পরীক্ষা**[২০] গ্রন্থে ক্ষুদ্রাকার ৪৪টি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের ছোট ছোট গল্পের তুল্য নীতি-উপদেশমূলক, কিছু জনপ্রিয় মজাদার লোককাহিনী, অবশিষ্ট কিছু পুরুষোচিত গুণাবলীর প্রশংসাজ্ঞাপক। বিদ্যাপতির রচনারীতি অতিশয় সরল এবং গল্পগুলির অধিকাংশই সুখপাঠ্য।

বল্লাল বা বল্লভ রচিত **ভোজ-প্রবন্ধ**[২১] নামে খ্যাত গ্রন্থটি ধারারাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজা ভোজকে কেন্দ্র করে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জ্ঞানিগুণীর চরিত্র সমাবেশে পরিকল্পিত বিবিধ গল্পের সমষ্টি। রচনাকাল আনুমানিক ১৬শ শঃ। গল্পকার স্বেচ্ছায় স্থানকালৌচিত্য লঙ্ঘন করে ভোজের দরবারে কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, মল্লিনাথ প্রভৃতি বিবিধ ব্যক্তিকে হাজির করে ছোটখাট ফক্কিকা বা চুট্‌কি ও হেঁয়ালি আকারের কথা ও কাহিনী সরস ভঙ্গিমায় পরিবেশন করেছেন। গল্প অনুযায়ী মহারাজ ভোজের বিদ্যানুরাগ ও বদান্যতা গুণে আকৃষ্ট প্রসিদ্ধ কবি ও বিদ্বজ্জন তাঁর সভায় উপস্থিত। প্রত্যেকে আপন আপন কবিত্বগুণে রাজাকে প্রীত করে যথাযোগ্য পারিতোষিক লাভ করেন। বল্লাল ব্যতীত মেরু-তুঙ্গ, রাজবল্লভ, বৎসরাজ, শুভশীল ও পদ্মগুপ্ত প্রণীত ভোজপ্রবন্ধ নামক কতিপয় গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভরটক-দ্বাত্রিংশিকা গ্রন্থের রচয়িতার নাম ও পরিচয় অজ্ঞাত; তবে অনুমান করা যায় যে ইনি জৈনমতাবলম্বী ছিলেন, কারণ আলোচ্য গ্রন্থের ৩২টি গল্পেই ভরটক অর্থাৎ শৈব সাধু-সন্ন্যাসীর ভণ্ডামি ও নীতিহীনতার মুখরোচক কাহিনী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিবৃত। রচনাকাল আনুমানিক ১৫শ-১৬শ শঃ। শিবদাস রচিত **কথার্ণব** গ্রন্থে মূর্খ, ভণ্ড, ধূর্ত, তস্কর প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ৩৫টি গল্প সঙ্কলিত।

উনিশ শতকের বঙ্গদেশের জনৈক জমিদারের উৎসাহে জগদ্বন্ধু নামে জনৈক পণ্ডিত আরব্যরজনী (Arabians Nights) নামক প্রখ্যাত আরবী গল্প সাহিত্যের সংস্কৃত অনুবাদ করেন; গ্রন্থটির নাম **আরব্যযামিনী**। এই শতকে ঈশপের গল্প (Aesop's Fables) এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের (Old Testament) কতিপয় গল্পের সংস্কৃত রূপান্তরও প্রকাশিত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner